December
2023

Newspaper Clips

Based on

Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 02/12/2023

শিশুদের ক্যানসার নিয়ে ডাকটিকিট - আনন্দবাজার পত্রিকা, 2nd December 2023

শিশুদের ক্যানসার নিয়ে ডাকটিকিট

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিশুদের ক্যানসার দূরীকরণে প্রয়োজন সচেতনতারও। জনসমাজে তা আরও বৃদ্ধি করতে এ বার ডাকটিকিট প্রকাশ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। অ্যাপোলো হাসপাতালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ওই ডাকটিকিটের দাম রাখা হয়েছে পাঁচ টাকা।

শুক্রবার অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টার আয়োজিত ডাকটিকিট প্রকাশের অনুষ্ঠানে হাসপাতালের চিকিৎসকদের পাশাপাশি ভারতীয় ডাক বিভাগের আধিকারিকেরা এবং ক্যানসারজয়ী শিশু যুবরাজ কোনার ও তার মা পিয়ালি কোনার উপস্থিত ছিলেন। পিয়ালি বলেন, "এক জন মা হিসেবে শিশুর ক্যানসারের যন্ত্রণা ও ভয়কে বুঝি। আবার শিশুর ভিতরে থাকা সহনশীলতা ও সহ্য শক্তিকেও জানি। সেই শক্তি এবং তাদের প্রতি সকলের ভালবাসার প্রতীক এই ডাকটিকিট। যা মনে করিয়ে দেবে লড়াইয়ে আমরা কেউ একা নই।" হাসপাতালের তরফে ৬০ হাজার ডাকটিকিট ছাপানো হয়েছে। যাঁরা সেই ডাকটিকিটের মাধ্যমে চিঠি পাঠাবেন, তাঁদের এবং চিঠির প্রাপকদের মধ্যেও এর মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে উঠবে বলেই মত প্রকাশ করেন ওই হাসপাতালের চিকিৎসক রজত ভট্টাচার্য, অনুপম চক্রপানিরা।

The Statesman

Date: 03/12/2023

' Naturopathy, Ayurveda a ray of hope in cancer treatment' – The Statesman, 3rd December 2023

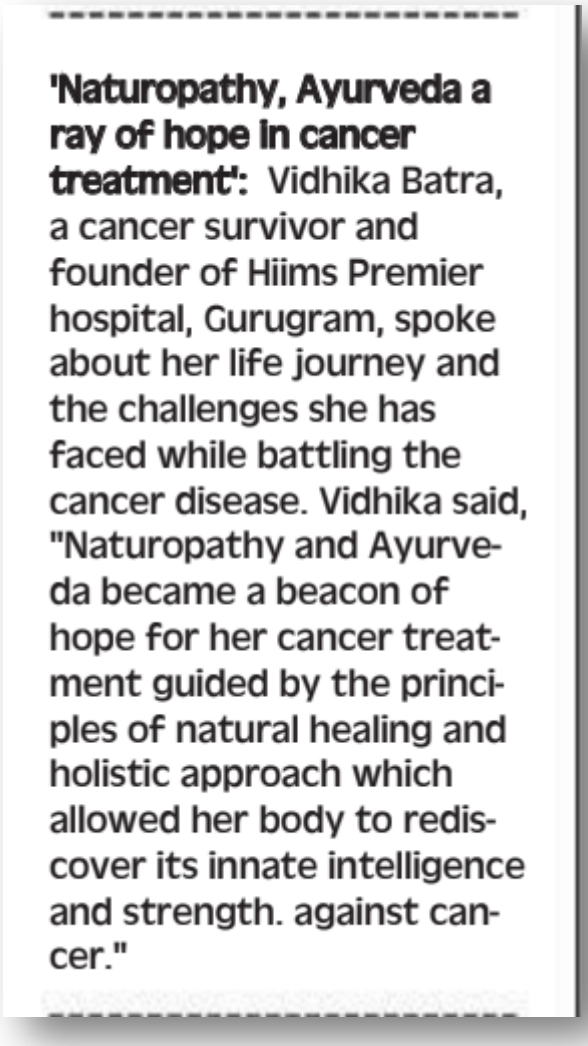

'Naturopathy, Ayurveda a ray of hope in cancer treatment': Vidhika Batra, a cancer survivor and founder of Hiims Premier hospital, Gurugram, spoke about her life journey and the challenges she has faced while battling the cancer disease. Vidhika said, "Naturopathy and Ayurveda became a beacon of hope for her cancer treatment guided by the principles of natural healing and holistic approach which allowed her body to rediscover its innate intelligence and strength. against cancer."

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 10/12/2023

ক্যানসারে ফের আক্রান্ত ক্রিস এভার্ট - আনন্দবাজার পত্রিকা, 10th December 2023

ক্যানসারে ফের আক্রান্ত ক্রিস এভার্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

৯ ডিসেম্বর: ক্যানসার ফিরে এসেছে টেনিস কিংবদন্তি ক্রিস এভার্ট লয়েডের শরীরে। এর আগে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেও ফের এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী টেনিস তারকা।

সমাজমাধ্যম এক্স-এ ক্রিস লিখেছেন, "সত্যি বলতে কখনও শুনতে চাইনি এই খবরটা। কিন্তু আবারও আমার ক্যানসার ধরা পড়েছে। তবে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই ধরা পড়েছে এই রোগ।" ক্রিস আরও বলেছেন, "চলতি সপ্তাহে একটি পিইট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে দেখা যায় আমার কোমরের নীচের অংশে আবারও ক্যানসারের কোষ তৈরি হয়েছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই কোষগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়। ফের কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে।"

ক্যানসারের কারণে আসন্ন অস্ট্রেলীয় ওপেনে ধারাভাষ্য দিতে পারবেন না ক্রিস। বলেছেন, "আমার সতীর্থদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এ বারের অস্ট্রেলীয় ওপেনে আমাকে ধারাভাষ্য দিতে আর দেখা যাবে না।"

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 10/12/2023

Evert Diagnosed with Recurrence of cancer- The Asian Age, 10th December 2023

EVERT DIAGNOSED WITH RECURRENCE OF CANCER

Los Angeles, Dec. 9: Eighteen-time Grand Slam champion Chris Evert has been diagnosed with a recurrence of cancer and is undergoing treatment, she said in a statement on Friday.

"While this is a diagnosis I never wanted to hear, I once again feel fortunate that it was caught early," Evert said in a statement released through *ESPN*, and also shared on her feed on the X social media platform. "Based on a PET CT scan, I underwent another robotic surgery this past week. Doctors found cancer cells in the same pelvic region. All cells were removed, and I have begun another round of chemotherapy," Evert said.

Evert, 68, said in January of 2022 that she had been diagnosed with ovarian cancer. Her younger sister, Jeanne Evert Dubin, died of the same disease in February of 2020 at the age of 62.

Evert said she would step away from her commentating work with ESPN and "will be unable to join my colleagues when ESPN makes its return to Melbourne for the Australian Open next month."

Evert was a dominant figure in women's tennis in the 1970s, earning 157 WTA singles titles and reaching at least the semifinals in 52 of 56 Grand Slam tournaments in which she played. — *AFP*

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 11/12/2023

‘ গরিবের ঘরে এমন রোগ হলে কপালই ভরসা’ - আনন্দবাজার পত্রিকা, 11th December 2023

‘গরিবের ঘরে এমন রোগ হলে কপালই ভরসা’

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা বিনামূল্যে। তবু কেন চিকিৎসা করাতে না পেরে মৃত্যু ক্যানসার-আক্রান্ত শিশুর?

কর্কট-গ্রাস

সোমা মুখোপাধ্যায়

এ রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সব ‘ফ্রি’ (নিখরচায় চিকিৎসা)। ওয়ার্ডে শয্যা ফ্রি। ডাক্তার দেখানো ফ্রি। পরীক্ষানিরীক্ষা ফ্রি। অস্ত্রোপচার ফ্রি। ওষুধও ফ্রি। অথচ অন্য অনেক রাজ্যের থেকে ফ্রি-তে এগিয়ে থাকা স্বাস্থ্য পরিষেবার এই ‘স্বর্গরাজ্যে’ প্রতি বছর কয়েকশো ক্যানসার আক্রান্ত শিশু মারা যাচ্ছে শুধুমাত্র চিকিৎসা শেষ করতে না পেরে।

পৃথিবী জুড়ে যত শিশু ক্যানসারে আক্রান্ত হয়, তাদের ৯০ শতাংশেরই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কথা। কারণ, শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্র ১০ শতাংশ ক্যানসার এমন, যা সারে না। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই মারা যায় বিনা চিকিৎসায় কিংবা চিকিৎসা শেষ করতে না পেরে।

আকাশ শর্মা ও নুসরত জাহান। *নিজস্ব চিত্র*

সরকারি হাসপাতালে সব ফ্রি হওয়া সত্ত্বেও কেন থমকে যাচ্ছে শিশুদের চিকিৎসা? কোথায় আটকাচ্ছে তাদের নিয়মিত ‘ফলোআপ’? উত্তর খোঁজার জন্য কয়েকটা উদাহরণই হয়তো যথেষ্ট।

নদিয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা আকাশ শর্মা এখন আট। আকাশের বাবা সাজন স্থানীয় একটি গ্যারাজে মিস্ত্রির কাজ করেন। মাসে আয় মেরেকেটে ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা। ২০২০ থেকে অসুস্থ আকাশ। বাবার কাজের সূত্রে আগে সপরিবারে বিহারের দ্বারভাঙায় থাকত তারা। ঘন ঘন গলা ব্যথা আর জ্বরের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। রোগ ধরা পড়ছিল না। সাজন ও স্ত্রী রীণা সিদ্ধান্ত নেন, নিজেদের রাজ্যে ফিরবেন তাঁরা। সেই মতো কল্যাণীর বাড়িতে এসে ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হয় জে এন এম হাসপাতালে। ১০ দিন ভর্তি থাকে আকাশ। ডাক্তাররা বলেন, লিভারের সমস্যা। কলকাতায় রেফার করেন তাঁরা। কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় তাকে। সেখান থেকে রেফার করা হয় এসএসকেএমে।

২০২১-এর মার্চে এসএসকেএমে ভর্তি হয় আকাশ। ক্যানসার ধরা পড়ে। হজকিন্স লিম্ফোমা। তার পরে মাস ছয়েক হাসপাতালে ভর্তি। ১৮টা কেমো। ২০টা রেডিয়েশন। সাজন বললেন, “শরীরে কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছু ছিল না ওর। ডাক্তারবাবুরা বলেছিলেন, ছেলেটা সেরে যাবে। কিন্তু নিয়মিত এসে দেখাতে হবে। এক-এক বার ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় আসা, সকলের খাওয়াদাওয়া, সব মিলিয়ে ৫০০-৬০০ টাকা খরচ। আরও দু’টো বাচ্চা আছে আমাদের। তাদের কী খাওয়াব? তাই ডাক্তারবাবুরা যেমন বলেন, তেমন সব সময় মানতে পারি না। কপালে যা আছে তা-ই হবে।"

মুর্শিদাবাদের শিবনগর গ্রামের নুসরত জাহানের রক্তের ক্যানসার ধরা পড়েছিল গত বছরের নভেম্বরে। জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা হয়নি। মেয়েকে নিয়ে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। স্বামী কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। ন’বছরের নুসরতের মা শিউলি খাতুনের উপরেই দায়িত্ব দুই সন্তানের।

শিউলি বললেন, “ডাক্তারেরা এক মাস অন্তর দেখাতে বলেছেন। কিন্তু প্রতি মাসে গাড়ি ভাড়া খরচ করে যাতায়াতের সামর্থ্য কোথায়? যে দিন যাই, সে দিন সব মিটিয়ে রাতে ফেরা হয় না। থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। আর শহরে তো জলটুকুও বিনা পয়সায় নেই। অত টাকা পাব কোথায়?’’ তাঁর বক্তব্য, “হাসপাতালে সবই ফ্রি। তবে মাঝে-মাঝে কিছু দামি ওষুধ কিনতে হয়েছে। মেয়ের তিনটে ওষুধ কিনে দিতে হয়েছিল। এক-একটা ওষুধের দাম ৪৮০০ টাকা। দেনা করে কিনেছিলাম। সেই দেনাই শোধ হয়নি। গরিব ঘরের মেয়ের এমন রোগ হলে, কপাল ছাড়া ভরসা নেই।’’

কলকাতার সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘ সময় শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসা করেছেন হেমাটোলজিস্ট

এর পর পৃঃ ৫ ▶

Cont ....

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 11/12/2023

‘ গরিবের ঘরে এমন রোগ হলে কপালই ভরসা’ - আনন্দবাজার পত্রিকা, 11th December 2023

Cont...

‘গরিবের ঘরে এমন রোগ হলে কপালই ভরসা’

► পৃঃ ১-এর পর

প্রান্তর চক্রবর্তী। অধুনা এ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা শুরু করা প্রান্তর বলছিলেন, “২৫০-৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে মানুষ রুগ্ণ সন্তানকে নিয়ে কলকাতায় আসেন চিকিৎসার জন্য। ট্রেনে ক্যানসার রোগীর টিকিট ফ্রি। কিন্তু অনেকের পক্ষে ট্রেনে না এসে দূরপাল্লার বাসে আসা সুবিধাজনক। বাস ফ্রি নয়। বেশি অসুস্থ হলে অ্যাম্বুল্যান্স। সরকারি ভাবে তার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই অ্যাম্বুল্যান্সের টাকা জোগাড় করতে ঘটিবাটি বিক্রির জোগাড় হয়। আর যদি ট্রেনে আসেন, তা হলেও প্রত্যন্ত এলাকার বাড়ি থেকে স্টেশনে পৌঁছনোর গাড়িভাড়া অনেকের থাকে না। আর ট্রেনে ফ্রি পরিষেবা পাওয়ার জন্য একটা ফর্ম পূরণ করাতে হয় সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে। বহু জায়গায় সেই ফর্ম পূরণ করার মতো কেউ থাকেন না বলে তাঁরা সেই সুবিধাটুকুও পান না।”

দারিদ্রসীমার নীচে থাকা রোগীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য ত্রিপুরা, কেরল, হরিয়ানায় ‘ক্যানসার পেনশন’ চালু হয়েছিল বেশ কিছু বছর আগেই। পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় ক্যানসার রোগীদের জন্য বাসভাড়া ফ্রি। ফলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চিকিৎসার জন্য যাতায়াতে অনেকটাই সুবিধা পান রোগীরা।

“এখানে ক্লাবকে অনুদান, লক্ষ্মীর ভান্ডার ইত্যাদিতে স্রোতের মতো টাকা ভাসানোর পরে এগুলো ভাবার অবকাশ মেলে না। অথচ ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার আনুষঙ্গিক খরচের জন্য একটা তহবিল গড়লে, বহু শিশু বেঁচে যেতে পারত। কারণ, অনেক গরিব পরিবারেই চিকিৎসার জন্য শহরে আসার অর্থ সেই দিনগুলোর রোজগার বন্ধ থাকা। এক সন্তানের জন্য সেটা করলে, অন্য সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেওয়া যাবে না। অসহায় বাবা-মা কোন দিকে যাবেন?” বলছিলেন এসএসকেএমের এক চিকিৎসক।

ক্যানসার-আক্রান্ত শিশুদের জন্য কলকাতার এসএসকেএম এবং এনআরএসে হেল্প ডেস্ক চালু করেছে ‘লাইফ বিয়ন্ড ক্যানসার’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পরিবারের কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে হয় না, যে সব ওষুধ সেখানে পাওয়া যায় না, তার অন্তত কিছুটা ব্যবস্থার চেষ্টা করছে এই সংগঠন। সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা পার্থ সরকারও বললেন, “স্রেফ গাড়িভাড়া জোগাড় করতে না পেরে কত শিশুর চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে। গণ পরিবহণে ক্যানসার রোগী ও তাদের বাড়ির অন্তত এক জন লোকের ভাড়া যদি মকুব হত, তা হলে সুস্থতার হার আরও বাড়তে পারত।”

এক দিকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দাবি, অন্য দিকে মাঝপথে চিকিৎসাছুটে অসংখ্য শিশু, যাদের অধিকাংশেরই পরে আর কোনও হদিস মেলে না। গাড়িভাড়া জোগাড় করতে না পেরে, দামি ওষুধের টাকা জোগাড় করতে না পেরে, দৈনিক রোজগার বন্ধ রেখে শহরে আসতে না পেরে, ফলোআপ চিকিৎসার প্রয়োজনিয়তা উপলব্ধি করতে না পেরে বহু পরিবার চিরতরে হারিয়ে ফেলে তাদের সন্তানকে।

স্বাস্থ্য দফতরের প্রাক্তন কর্তা, একদা দুঁদে এক সরকারি আমলার কথায়, “চিকিৎসা শুরু করেও তা মাঝপথে বন্ধ হয় বহু রোগের ক্ষেত্রেই। কিন্তু ক্যানসার-আক্রান্ত শিশুদের বিষয়টা আলাদা। যেখানে ১০০ জনের মধ্যে ৯০ জনেরই সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কথা, সেখানে এক জনও যদি চিকিৎসা চালাতে না পেরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, তা হলে সেই ব্যর্থতার দায় আমরা অস্বীকার করতে পারি না।”

প্রশ্ন হল, রাজ্য জুড়ে পরিষেবার এমন ‘বাড়বাড়ন্তের’ মধ্যেও শহরে ছুটে আসার প্রয়োজন পড়ছে কেন এখনও? *(চলবে)*

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 13/12/2023

‘ অন্তিম চিকিৎসাও পাবে না আর কত দীপ ’ - আনন্দবাজার পত্রিকা, 13th December 2023

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা বিনামূল্যে। তবু কেন চিকিৎসা করাতে না পেরে মৃত্যু ক্যানসার-আক্রান্ত শিশুর?

অন্তিম চিকিৎসাও পাবে না আর কত দীপ

কর্কট-গ্রাস

সোমা মুখোপাধ্যায়

চার বছরের দীপ হালদারের মৃত্যু একটা গোটা পরিবারকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ ক্যানসার যেমন সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে তেমন থাকেও না। দীপের ঠাঁই হয়েছিল এই ১০ শতাংশে। কিন্তু তার বাবা-মায়ের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়, আর জানলেও একরত্তি সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তাঁরা কোনও চেষ্টা

■ দীপ হালদার।

করবেন না, তা তো হতে পারে না। তাই দুর্গাপুরের দীপকে নিয়ে সেখানকার সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, বেঙ্গালুরুর হাসপাতাল, মুম্বইয়ের হাসপাতাল, কলকাতার হাসপাতাল, আবার বর্ধমানের হাসপাতাল, আবার বেঙ্গালুরুর হাসপাতাল— এ ভাবেই চক্রাকারে ঘুরে গেছে তার পরিবার। ঋণের বোঝা মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে। দানের ভারে নত হয়েছে অস্তিত্ব। তবু দীপের কষ্ট এতটুকুও কমানো যায়নি। নিরন্তর টানাহেঁচড়ায় ভোগান্তিই বেড়েছে শুধু।

মস্তিষ্কের টিউমারে আক্রান্ত দীপ নভেম্বরের শেষে চলে যায়। গুসকরায় মামাবাড়ির কাছে, যেখানে তাকে সমাহিত করা হয়েছে, বাবা মনোজ দিনের অনেকটা সময় সেখানে বসে থাকেন। ছেলেটা বড্ড কষ্ট পেয়েছিল। শেষের কিছু দিন শরীরটা নাড়াতে পর্যন্ত পারত না। বিছানাতেই মলমূত্র ত্যাগ, সে ভাবে কিছু খেতেও পারত না। বললেন, “কথা বলতে পারত না। ঠোঁট ফাঁক করত শুধু। হয়তো কিছু বলতে চাইত আমাদের। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।”

দীপের মা রীণা বললেন, “এখন আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না আমার। এত চেষ্টা করেও ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলাম না। বড় ছেলেটার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। দীপের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যদি চলে যেতে পারতাম, এই অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি হত।”

মনোজ রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। রীণা বিড়ি বাঁধতেন। সন্তানের অসুস্থতায় দুজনেরই কাজ বন্ধ এক বছরেরও বেশি সময়। জমানো অর্থ শেষ। বড় ছেলেটাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়েছে। দুর্গাপুরের বাড়িতে হাঁড়ি চড়ত না। যেটুকু অর্থ, সবটাই চিকিৎসায় খরচ হত।

এর পর পৃঃ ৫ ▶

Cont ....

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 13/12/2023

‘অন্তিম চিকিৎসাও পাবে না আর কত দীপ ’ - আনন্দবাজার পত্রিকা, 13th December 2023

Cont ....

কত দীপ

▶ পৃঃ ১-এর পর

রীণা তাই গুসকরায় তাঁর মায়ের কাছে চলে আসেন। কিন্তু সেখানে রুগ্‌ণ ছেলে নিয়ে থাকার মেয়াদ বাড়তেই পরিবারে অশান্তি শুরু হয়। সন্তান হারানোর পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

দীপ একটি উদাহরণ। কোনও রকম ধারণা, পরিকল্পনা, বাস্তব বুদ্ধি ছাড়া ক্যানসারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে এ ভাবেই পায়ের তলার জমি চলে যায় অসংখ্য মানুষের। ক্যানসার রোগীদের সহায়তায় বহু বছর ধরে কাজ করে চলেছেন সমাজকর্মী অনুপ মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন, “আমরা জানি, চিকিৎসার খরচ জোটাতে গিয়ে কত পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। এমনকি দারিদ্রসীমার নীচেও চলে যায়। কিন্তু আমরা যে বিষয়ের মধ্যে আলোচনাটাকে প্রসারিত করি না, তা হল ওই সব পরিবার শুধু অর্থনৈতিক ভাবে ধ্বস্ত হয় তা-ই নয়, সমাজচ্যুতও হয়। যে সমাজের তারা অংশ ছিল এক দিন, সেই সমাজের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। চিকিৎসা চলাকালীনই লোকজন দূরে সরে যায়। ভয় পায়, যদি নতুন করে আর্থিক সাহায্য চেয়ে বসে।’’ যেমন, রীণার আক্ষেপ, ছেলের অসুখের শুরুতে যে মানুষজন নিয়মিত যোগাযোগ রাখত, শেষ প্রহরে এসে তারাও মুখ ঘুরিয়েছে।

মুম্বই, বেঙ্গালুরু ঘুরে আসা শিশুকে বর্ধমান ও কলকাতার সরকারি হাসপাতাল বলে দিয়েছিল, রেফার না লেখা থাকলে তারা রোগীকে দেখবে না। তাই যে সময়ে দীপের উপশম চিকিৎসা (প্যালিয়েটিভ কেয়ার) দরকার ছিল, সেই অবস্থায় তার ভগ্ন শরীরটা নিয়ে বাবা-মাকে আবার বেঙ্গালুরু ছুটতে হয়েছে। বাজারে ধার যত বেড়েছে, তত বেড়েছে টানাহেঁচড়ায় শিশুর কষ্টও।

অথচ এ রাজ্যে স্বাস্থ্য খাতে সরকার অর্থ ব্যয় করে না তা নয়। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরে সরকারি হাসপাতালের বহিরঙ্গে তো বটেই, অন্দরেও বহু পরিবর্তন করেছে তৃণমূল সরকার। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন, চিকিৎসাকে মানবিক করা যায়নি। সময় যত গড়িয়েছে, ততই দূরদর্শিতা ও সদিচ্ছার অভাবে পরিকাঠামোর পরিবর্তনের অনেকটাই জলে গিয়েছে।

তাই ক্যানসার চিকিৎসার পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে সরকার বড়সড় সাফল্যের দাবি জানানোর পরেও তা শেষ পর্যন্ত কিছু ম্লান মুখের ছবিকেই সামনে আনছে বার বার। পুরোপুরি শহরকেন্দ্রিক পরিষেবা, প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শহরে পৌঁছতে না পারার ব্যর্থতা আর তারই পাশাপাশি অসুখটা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বহু পরিবারকে কার্যত ধ্বংস করে দিচ্ছে। মানুষ জানেন না কোথায়, কার কাছে যাবেন, কী করবেন।

এই মুহূর্তে এসএসকেএমে মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার এবং এনআরএসে সোম ও বুধবার হেল্প ডেস্ক চালায় ‘লাইফ বিয়ন্ড ক্যানসার’ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। কলকাতার ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ-এ রয়েছে মৃণালিনী ক্যানসার সেন্টার। অধিকর্তা চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ বললেন, "বহু গরিব পরিবার, যারা চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে পারে না, তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করি আমরা। শিশুর চিকিৎসা করাতে গিয়ে বাবা-মাকে যাতে ঘটিবাটি বিক্রি না করতে হয়, তা দেখা আমাদের সামাজিক কর্তব্য।"

স্বাস্থ্য দফতরের এক প্রাক্তন শীর্ষ কর্তার মতে, “বিচ্ছিন্ন ভাবে হলে চলবে না। জেলা স্তর থেকে শুরু করে শহরের নামী মেডিক্যাল কলেজগুলি পর্যন্ত সমস্ত স্তরে আরও বেশি করে ‘হেল্প ডেস্ক’ চালুর ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে কাজে লাগানো, তাদের সঙ্গে প্রকল্প শুরু করা, কোথায় গেলে কী চিকিৎসা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে দূরদর্শন, রেডিয়োর মাধ্যমে প্রচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।" তিনি বলেন, "এ জন্য সরকারকে বাড়তি আর্থিক বোঝা বইতে হবে না। কিন্তু এ গুলো করার জন্য যে সদিচ্ছা দরকার, তারই অভাব। তাই কেমোথেরাপির ওষুধ ফ্রি-তে মিললেও বাকি ব্যবস্থার দৈন্যে সবটাই এলোমেলো হয়ে যায়। শীর্ষ স্তর থেকে এটা বুঝতে হবে যে খয়রাতির ব্যবস্থা নয়, করদাতাদের অর্থের বিনিময়ে গড়ে ওঠা পরিকাঠামো যাতে ঠিক হাতে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করাই আসল কাজ।’’

কিন্তু প্রশ্ন হল, তা হবে কবে? আর কত আকাশ, নুসরতকে সেই ‘সুদিন’ দেখার জন্য অনন্ত অপেক্ষা করতে হবে? দীপ হালদারের মতো আর কত শিশু অন্তিম পর্যায়ে সামান্য চিকিৎসাটুকুও পাবে না? প্রশ্ন সহজ হলেও উত্তর অজানা।

(শেষ)

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 15/12/2023

Zydus gets FDA nod for cancer treatment drug- The Asian Age, 15th December 2023

Zydus gets FDA nod for cancer treatment drug

Zydus Lifesciences said it has received final approval from the US health regulatory for its generic version of cancer treatment drug Cyclophosphamide capsules. The approval by US Food and Drug Administration is for Cyclophosphamide capsules of 25 mg and 50 mg, the company said. The drug will be manufactured at the group's formulation manufacturing facility at Ahmedabad SEZ.

আজকাল

Date: 21/12/2023

ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশেষ কমিটি – আজকাল, 21st December 2023

ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশেষ কমিটি

ক্যান্সারের চিকিৎসায় রাজ্য স্তরে একটি উপদেষ্টা কমিটি এবং একটি কার্যকরী কমিটি তৈরি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায় রেডিয়েশনের প্রয়োজন পড়ে। তার জন্য পৃথকভাবে রেডিওথেরাপি বিভাগ থাকা প্রয়োজন। এই বিভাগ খুলতে গেলে অ্যাটোমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের (এইআরবি) অনুমোদনের দরকার হয়। কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য এ রাজ্যে যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে, তার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। বাকি আট সদস্য হলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা–সহ বিশেষ সচিব পদমর্যাদার অফিসাররা। রাজ্য স্তরের কমিটির অধীনে কাজ করবে কার্যকরী কমিটি। এর চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত সচিবকে।

The Statesman

Date: 21/12/2023

Astrologer's advice leads to 4-month house arrest, food deprivation for Bengaluru woman with cancer- The Statesman, 21st December 2023

Astrologer's advice leads to 4-month house arrest, food deprivation for Bengaluru woman with cancer

AGENCIES
BENGALURU, 21 DECEMBER

A shocking incident has come to light in Bengaluru, where a family forced a 26-year-old woman, who fell sick, into house arrest based on the advice of an astrologer.

The young woman was prohibited from eating food and given only turmeric water.

After the woman managed to send a message to her close circles, authorities conducted a raid on the house in Laggere locality of Bengaluru and rescued her on Thursday.

Tragically, she was diagnosed with cancer and is now hospitalised.

Enraged by the incident, residents of the area barged into the victim's residence and reprimanded the family members for giving in to blind beliefs.

The group also confronted and assaulted the astrologer and subsequently handed him over to the authorities.

The woman's nightmare began four months ago when Mamathasri, a graduate, developed back pain. As the pain persisted despite medication, her brother sought the advice of an astrologer.

Following his advice, the victim was deprived of food and given only turmeric water, mixed with lemon drops. As her complications worsened, and her abdomen swelled, she managed to send a message to a friend explaining her situation.

Officers from the Women and Child Welfare Department conducted a raid and moved the victim to the hospital where she was diagnosed with cancer.

An investigation is ongoing regarding the incident.

The Statesman
PEOPLE'S PARLIAMENT, ALWAYS IN SESSION
Fri, 22 December 2023
https://epaper.thestatesman.com/c/74221604

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 22/12/2023

Cancer, cardiovascular ailments lead claims- The Asian Age, 22nd December 2023

Cancer, cardiovascular ailments lead claims

FC BANKING BUREAU
MUMBAI, DEC. 21

Non-communicable diseases such as cardiovascular disease and cancer are currently the leading causes of medical claims in India, according to According to a new report by leading health and benefits consultancy Mercer Marsh Benefits.

It also expects employer-sponsored health insurance costs in India to rise by 11 per cent in 2024 – up from 9.6 per cent in 2023 – marking a return to pre-pandemic levels.

The report, which questioned 223 insurers across 58 countries, analysed the key trends shaping the future of employer-provided healthcare globally. According to the report, plan improvements and delivering increasingly sought after ailment and demography specific employee health benefits will be the key drivers in cost containment next year, with half (57 per cent) of insurers globally expecting plan improvements to take precedence over cost-cutting measures.

Transformational healthcare solutions such as digital outpatient services and virtual tools – including tele/video consultations with doctors, wearable devices, and remote patient monitoring – are contributing to improved accessibility and affordability for both employees and organisations.

Already, 50 per cent of insurers surveyed across Asia including India are already using these tools to deliver greater programme efficiencies for their clients.

Further, about 70 per cent of insurers surveyed globally expect the future use of artificial intelligence for first-line diagnosis to have a transformative impact on employer-sponsored healthcare over the next five years.

"Organisations in India are faced with mounting financial pressures associated with rising premiums. This is necessitating a renewed focus on balancing cost containment with the provision of high-quality benefits," said Prawal Kalita, employee benefits leader, Marsh India.

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 23/12/2023

AIIMS to test smokers for lung cancer- The Asian Age, 23rd December 2023

AIIMS TO TEST SMOKERS FOR LUNG CANCER

AVIANSH PRABHAKAR
NEW DELHI, DEC. 22

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, has invited heavy chain smokers to conduct a study to see the effect of low-dose CT scans on early lung cancer diagnosis. A total of around 1,03,371 cases of lung cancer were reported in India in 2022. But, most of them were diagnosed at an advanced stage leading to poor outcomes with the median overall survival being only 8.8 months. In an effort to see the effect of low dose CT scans on early lung cancer diagnosis, the AIIMS has invited heavy smokers above the age of 50 years to undergo low dose CT scans to find out modalities. "Screening using low-dose computed tomography (Low Dose CT scan) among smokers may be one of the modalities that could help pick up lung cancer early," said a statement from AIIMS. The department of pulmonary, critical care and sleep medicine, AIIMS, New Delhi will conduct the pilot study to see the effect of low dose CT on early lung cancer diagnosis. "In this study, heavy smokers above the age of 50 years will undergo free low-dose CT scans. We hereby invite people who are heavy smokers to avail this useful opportunity," the statement added. The study will be done under the guidance of Dr Ayush Goel from AIIMS.

The Statesman

Date: 27/12/2023

Environmental factors in developing certain cancer– The Statesman, 27th December 2023

Environmental factors in developing certain cancers

DR AVIK MANDAL

The incidence of cancer is increasing globally, and it is a multi-factorial phenomenon. While not all cases are directly attributed to pollution, environmental factors like air, water, and soil pollution play a major role in the development of certain types of cancer.

Air Pollution: Fine particles in the air, such as PM2.5 and PM10, can easily penetrate the respiratory system, carrying carcinogenic substances. Similarly, ozone and various hazardous gases, major components of smog, have been associated with respiratory problems and lung cancer.

Water Pollution: Chemicals released by industries, agricultural runoff, and improper waste disposal into water bodies constantly contaminate water supplies, potentially exposing people to carcinogens. Heavy metals like arsenic and cadmium found in drinking water sources in many localities are linked to an elevated risk of certain cancers, including urinary bladder cancer, gastric cancer, and hematological malignancies.

Soil Contamination: Agricultural chemicals, including pesticides and herbicides, significantly contribute to soil contamination, posing a substantial risk of exposure to carcinogens through the consumption of vegetables and cereals.

Occupational Exposure: Individuals working in certain industries, such as manufacturing or mining, may be exposed to carcinogenic substances, leading to an increased risk of cancer, particularly lung and urinary bladder malignancies.

Cancer development is a complex process, and individual susceptibility can vary. The World Health Organization (WHO) emphasizes the importance of reducing environmental pollution to mitigate the risk of various health issues, including the burden of cancer.

The WHO has already developed a Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (NCDs). The framework for action on water, sanitation, and hygiene (WASH) aims to prevent waterborne pollution and reduce exposure to contaminants.

Similarly, WHO has established guidelines to improve the air quality index in major cities worldwide, addressing the significant impact of air pollution on health, including respiratory diseases and cancers. However, the success of these guidelines relies on public awareness, social education and stringent government policies.

The author is oncologist at Karkinos Healthcare

December 2023

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library